২০২২-২০২৩ সালের উন্নয়ন খাতে ৭২ নং দাবীর
ব্যয়বরাদ্দ সম্পর্কে

# পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নগর উন্নয়ন
# ও
# পৌরবিষয়ক বিভাগের

ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী

## ফিরহাদ হাকিম

কর্তৃক প্রদত্ত

বাজেট ভাষণ
২০২২

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়,

মাননীয় রাজ্যপালের সুপারিশক্রমে আমি ২০২২-২৩ আর্থিক বছরে ৭২ নং দাবীর অধীনে ২০৫২, ২২১৫, ২২১৬, ২২১৭, ২২৩৫, ৩৪৫১, ৩৪৭৫, ৩৬০৪, ৪২১৬, ৪২১৭ ও ৬২১৭ মুখ্য খাত গুলিতে বরাদ্দ ১,২৮,০৫,৩৭,৯১,০০০/- **(বার হাজার আটশত পাঁচ কোটি সাঁইত্রিশ লক্ষ একানব্বই হাজার)** টাকা মাত্র ভোট ব্যয় হিসাবে অনুমোদন করার জন্য প্রস্তাব করছি।

বিগত কয়েক বছরে, সামগ্রিকভাবে উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে, সে গ্রামীণ হোক বা পৌর, কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়েছে। অতিমারী আমাদের উন্নয়নের সমস্ত পরিকল্পনাকে ধূলিস্যাত করেছে। পৌরঅঞ্চলগুলির এই লড়াইটি যা হওয়া উচিৎ ছিল তার থেকে আরও কঠিন হয়ে উঠেছিল জনবসতির ঘনত্বের জন্য এবং উচ্চ সংক্রমণ হারের জন্য। এই ভয়ঙ্কর রোগটির বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে আমাদের বেশিরভাগ মানবসম্পদ এবং অর্থ ব্যয়িত হচ্ছিল। এই প্রেক্ষাপটে আমরা আমাদের সমস্ত উদ্যোগগুলিকে সংহত করার চেষ্টা করেছি এমন ক্ষেত্রগুলির জন্য যেখানে আরও উন্নতির সুযোগ আছে।

পরিবেশ এখন আমাদের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ উদ্বেগের ক্ষেত্র। এ ব্যাপারে এক সামগ্রিক উদ্যোগই পারে মানবজাতিকে বাঁচাতে। আমাদের মতো উন্নয়নশীল জাতির জন্য শিল্পের বিপুল বিকাশ বাধ্যতামূলক কেননা তা বিপুল বেকার বা আধা-বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য জরুরি। পৌর এলাকাগুলিতে জনসংখ্যার ঘনত্ব ক্রমবর্ধমান। এগুলি আমাদের সীমাবদ্ধতা। এই সমস্ত সীমাবদ্ধতা মাথায় রেখে আমাদের পরিবেশকে নির্মল এবং সবুজ রাখার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আশা রাখি, সমগ্র সমাজের সহযোগিতায় আমাদের উন্নয়নকে একটি স্থিতিশীল এবং পরিবেশবান্ধব রূপ দিতে সমর্থ হবো।

২০২১-২২ সময়কালে এই বিভাগের প্রধান লক্ষ্য পরিবেশ সম্পর্কিত সমস্যাগুলি সমাধান করা। রাজ্য জুড়ে এসটিপি, বায়ু গুণমান পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্ল্যান্ট স্থাপন করা হচ্ছে এবং ২০২৩ সালের মধ্যে এই ক্ষেত্রে একটি বিপুল পরিবর্তন দেখা যাবে।

এই বছরে এ পর্যন্ত গৃহীত প্রধান পদক্ষেপগুলি হল - ৪৩টি গঙ্গা তীরবর্তী শহর সহ পশ্চিমবঙ্গের ২৯৩৮টি ওয়ার্ডের সমস্ত ১২৮টি পৌর স্থানীয় সংস্থা জুড়ে পৌর কঠিন বর্জ্যের বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা, জৈব পচনশীল এবং অপচনশীল বর্জ্য বিচ্ছিন্নকরণের জন্য ৯৪ লক্ষ দুটি রঙিন বিন পরিবারগুলিতে বিতরণ করা হয়েছে,— নারী স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদেরকে 'নির্মলসাথী' হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে, নাগরিকদের সচেতন করার জন্য এবং প্রতিটি পরিবারের কাছে পৌঁছানোর জন্য। পৌরসভার কঠিন বর্জ্য সংগ্রহের মোট ৯৭% সমস্ত পৌর এলাকা জুড়ে সংগ্রহ করা নিশ্চিত করা হয়েছে। ৩৯৭৫২ নির্মলবন্ধু (জঞ্জাল-অপসারণ কর্মী) প্রায় ৫৮ লক্ষ পরিবারের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর জন্য নিযুক্ত রয়েছে। একই সঙ্গে জমি পুনরুদ্ধারের জন্য ৭৮টি ডাম্প সাইটের বায়ো-মাইনিং এবং জমা হয়ে থাকা বর্জ্যের জৈব-প্রতিকার চলছে।

এই আর্থিক বছরে, তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য স্যুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টগুলির পরিবর্ধন, পুনরুজ্জীবন ও সম্প্রসারণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

শহরের সবুজ স্থানের উন্নয়ন, জলাশয় সংরক্ষণ, শক্তি সাশ্রয়ী রাস্তার আলোকসজ্জা স্থাপন এই বিভাগের কিছু পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ। গ্রীন সিটি মিশন এর অধীনে ৮২টি প্রকল্পের জন্য জারি করা হয়েছে যার আনুমানিক ব্যয় ৭৭.৮৯ কোটি টাকা এবং তহবিল ছেড়ে দেওয়া হয়েছে যার আনুমানিক পরিমাণ ৫২.৭৫ কোটি টাকা। লাটাগুড়িতে ৯.২ কোটি টাকা ব্যয়ে পরিবেশবান্ধব প্রকৃতি পার্কের নির্মাণ পুরোদমে চলছে। পরিকল্পনা এলাকার মধ্যে পরিবেশ-বান্ধব পর্যটন, কৃষি-ভিত্তিক শিল্পের প্রসারের জন্য এই বছরে পশ্চিম মেদিনীপুরে মোহাবানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়েছে।

এই দপ্তর রাজ্যের শহরাঞ্চল জুড়ে বিশাল জল সরবরাহ নেটওয়ার্ক তৈরি করেছে এবং এটি ২০২৩ সালের মধ্যে একশো শতাংশ বাড়িতে নলবাহিত জল সরবরাহ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য অণু-পরিকল্পনা করা হচ্ছে। এই বছরে জয় হিন্দ

জল প্রকল্পে কলকাতার ধাপায় অতিরিক্ত ২০ এমজিডি জল শোধনাগার নির্মাণ করা হচ্ছে ১২২ কোটি টাকা ব্যয়ে।

ধর্মীয় পর্যটনের প্রসারের জন্য ধর্মীয় স্থানগুলির উন্নয়ন এই বিভাগের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। পর্যটন অঞ্চলগুলির স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই ধরনের কয়েকটি প্রধান প্রকল্প হল কালীঘাট মন্দির কমপ্লেক্সের উন্নয়ন ও সংস্কার। খরচ জড়িত ২৮ কোটি টাকা, তারকেশ্বরে ১১.৮৯ কোটি টাকা ব্যয়ে 'দুধপুকুর'-এর পুনর্নবীকরণ, ফুরফুরা শরীফ (প্রধান মাজার) সংস্কার, ২.৯৯ কোটি টাকায় তারাপীঠ মন্দির কমপ্লেক্সের পরিবেশগত উন্নয়ন, ''গঙ্গা সাগরে কপিল মুনি আশ্রমের নাটমন্দির এবং অবকাঠামোর অন্যান্য সহযোগী কাজ। প্রস্তাবিত 'সতীপীঠ সার্কিট'-এ ধর্মীয় পর্যটনের প্রচারের জন্য সুরথেশ্বরতলার আরেকটি প্রকল্প নেওয়া হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে স্থিতিশীল উন্নয়নের অংশ হিসাবে, কলকাতার সমস্ত চামড়া শিল্প একটি নতুন চর্ম কমপ্লেক্সে স্থানান্তরিত করা হচ্ছে। স্থানান্তরের পিছনে প্রধান লক্ষ্য হল কলকাতায় ৩টি ট্যানার ক্লাস্টারে ৫০০ টিরও বেশি ট্যানারের দ্বারা সৃষ্ট পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ করা। সেক্টর ৬ ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাউনশিপের মধ্যে তথাকথিত ক্যালকাটা লেদার কমপ্লেক্স চর্ম শিল্পের জন্য বরাদ্দ করা নতুন এলাকাটি সব ধরনের চামড়া উৎপাদন কার্যক্রমের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে তৈরি করা হচ্ছে।

পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ছাড়াও যা এই বছরের মধ্যে গত কয়েক বছর ধরে করা হচ্ছে, পরিবেশগত উন্নতির পরিকল্পনাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সাধারণ বর্জ্য শোধনাগার (CEPT), সুরক্ষিত ভূমি ভরাট (SLF), পরিবেশ পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা এবং অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধী জরুরী ব্যবস্থাপনা।

পুরো সিএলসি প্রকল্পের সমাপ্তির পরে প্রায় ৫.৫০ লক্ষ (প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ) কর্মসংস্থান তৈরি হবে যা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কর্মদিগন্ত হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন।

ই-গভর্নেন্স একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র যেখানে এই দপ্তর নাগরিককেন্দ্রিক পরিষেবাগুলিকে সমস্যামুক্ত করার জন্য ক্রমাগত কাজ করে চলেছে। এই ক্ষেত্রের কিছু সাফল্য হল, সমন্বিত রাজ্য-ব্যাপী ভৌগোলিক তথ্য ব্যবস্থা এবং নাগরিক পোর্টাল, অনলাইন

একক উইন্ডো সিস্টেম পৌরসভা/সংস্থা (e-Grihanaksha) দ্বারা বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদন করা, পৌর এলাকায় বিজ্ঞাপনের জন্য সাইনেজ লাইসেন্স নবীকরণ সহ বিজ্ঞাপনের জন্য সাইনেজ লাইসেন্স প্রদান (http://signage.silpasathi.in/aspx/signin.aspx), মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এলাকায় সিনেমার শুটিং করার অনুমতি। 'পাড়ায় সমাধান'-এর প্রচারাভিযানের সময় প্রাপ্ত সমস্ত সম্ভাব্য পরিকল্পনা বাস্তবায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। এই অর্থবছরে তহবিল ছাড়া হয়েছে ৭১০ টি প্রকল্পের জন্য ৩৫.৯৫ কোটি টাকা, এই সময়ের মধ্যে জারি করা প্রশাসনিক অনুমোদন ২১১.৭৯ কোটি টাকা ৩১৩২টি স্কিমের জন্য।

সমাজের অভাবী অংশকে ভর্তুকিযুক্ত, পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ করার জন্য 'মা' ক্যান্টিন ২৫১টি কেন্দ্রের সমস্ত ইউএলবি-তে ১১৫ কোটি টাকার বাজেটের ব্যবস্থা সহ চলছে। আর প্রতিদিন গড়ে ৪৮ হাজার মানুষ খাবার পাচ্ছেন।

এই দপ্তর সেচ ও জলপথ বিভাগ থেকে প্রাপ্ত প্রযুক্তিগত তথ্যগুলি নিয়ে ব্যাপকভাবে নিকাশি প্রকল্পগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রস্তুত করছে। প্রকল্পগুলি স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকৃতির। এই এলাকায় একটি প্রধান উদ্যোগ হল সবচেয়ে আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে হাওড়া বিস্তৃত নিষ্কাশন প্রকল্পের জন্য সমীক্ষার কাজ যা পরবর্তী ডিপিআর তৈরির জন্য কাজে লাগবে। ইতিমধ্যেই এ ব্যাপারে প্রাথমিক প্রতিবেদন জমা পড়েছে।

**২০২০-২২ সালে এই বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অন্যান্য বড় মাপের পরিকাঠামোগত প্রকল্পগুলি নিম্নরূপ ঃ**

১) কালীঘাট মন্দির কমপ্লেক্সের উন্নয়ন ও সংস্কার ইতিমধ্যেই হাতে নেওয়া হয়েছে এবং কাজ চলছে। অস্থায়ী খরচ জড়িত ২৮ কোটি টাকা

২) কোচবিহারে সম্প্রসারিত জল সরবরাহ প্রকল্প ৪৩ কোটি টাকা ব্যয়ে

৩) লাটাগুড়িতে পরিবেশ বান্ধব প্রকৃতি পার্ক (SJDA)-এর ৯.২০ কোটি টাকা ব্যয়ে

৪) ৮৭ কোটি টাকা ব্যয়ে গার্ডেন রিচ ওয়াটার ওয়ার্কসে ২৫ এমজিডি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট নির্মাণ।

৫) পাড়ায় সমাধান-এর প্রচারাভিযানের সময় প্রাপ্ত সমস্ত সম্ভাব্য স্কিম বাস্তবায়ন।

৬) সমাজের অভাবী অংশকে ভর্তুকিযুক্ত, পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ করার জন্য 'মা' ক্যান্টিন ২৫১টি কেন্দ্রে সমস্ত ইউএলবি-তে ১১৫ কোটি টাকার বাজেট সংস্থান সহ চলছে। আর প্রতিদিন গড়ে ৪৮ হাজার মানুষ খাবার পাচ্ছেন।

৭) পরিকল্পনা এলাকার মধ্যে পর্যটন, কৃষিভিত্তিক শিল্পের প্রচারের জন্য মোহাবানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়েছে।

১০) পরিবেশ উন্নয়ন কর্মসূচি :

১. তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য স্যুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (STP) নির্মাণ, পুনরুজ্জীবন, পরিবর্ধন :

ক) সম্পূর্ণরূপে কার্যকরী এসটিপি:

ভাটপাড়া (৬০ এমএলডি), কল্যাণী (২০ এমএলডি), গয়েশপুর, বজবজ (৬০ এমএলডি), ব্যারাকপুর এসটিপি (২৪ এমএলডি), হালিশহর এসটিপি (১৬ এমএলডি)

খ) পুনরুজ্জীবনের অধীনে এসটিপি:

উত্তর ২৪ পরগনা, হুগলি, হাওড়া জেলার মধ্যে ২৫৭ এমএলডি ক্ষমতা সহ বিদ্যমান ১৫টি এসটিপির পুনর্নবীকরণ :

গ) নির্মাণধীন এসটিপি: নবদ্বীপ (১০ এমএলডি), কাঁচড়াপাড়া (১৮ এমএলডি), বহরমপুর (৩.৫ এমএলডি) জঙ্গিপুর এসটিপি (১৩ এমএলডি)

আসন্ন প্রকল্প :

রানাঘাট (১২ মিলি), মহেশতলা (৩৫ মিলি), হুগলি-চুচুড়া (২৬ মিলি), নিউ বারাকপুর (৩৫ মিলি)

**২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য নগর উন্নয়ন ও পৌর বিষয়ক বিভাগের রোড ম্যাপ**

নগর উন্নয়ন ও পৌর বিষয়ক দপ্তর ১২৮টি পৌর স্থানীয় সংস্থার এবং ২০টি উন্নয়ন এলাকার স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায়, উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি নাগরিক পরিষেবা প্রদানের জন্য গত এক দশকে, এই বিভাগটি পৌর পরিকাঠামো উন্নয়নের

পাশাপাশি উন্নত নাগরিক পরিষেবা প্রদান এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দৈনন্দিন কার্যক্রমে ই-গভর্ন্যান্সকে উন্নীত করার জন্য বিশাল উদ্যোগ নিয়েছে। উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ব্যবসা ও শিল্পের জন্য একটি নিখুঁত স্বনির্ভর-পরিবেশ তৈরি করতে পরিকাঠামোর উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করছে।

এই দপ্তর নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর ভিত্তি করে ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য তার রোড ম্যাপ তৈরি করেছে :

১) ৭৫% পৌর-গৃহে নলবাহিত জল সরবরাহ,

২) দৈনিক বর্জ্যের বৈজ্ঞানিক নিষ্পত্তির পরিকল্পনা সহ পৌর এলাকাগুলি ১০০% বিস্তার

৩) তরল বর্জ্যের বৈজ্ঞানিক নিষ্পত্তি পরিকল্পনা সহ পৌর এলাকাগুলির ৪০% বিস্তার

৪) হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের জন্য ব্যাপক ড্রেনেজ মাস্টার প্ল্যানের জন্য ডিপিআর চূড়ান্তকরণ,

৫) বৃষ্টির জল নিষ্কাশনের জন্য অ-সেচ খালগুলি পর্যায়ক্রমে পরিষ্কার করা,

৬) ব্যাপক নিষ্কাশন প্রকল্পের জন্য পৌরএলাকা ভিত্তিক প্রকল্প প্রস্তুতির উদ্যোগ,

৭) পরিকল্পনা এলাকার মধ্যে শিল্প পরিকাঠামোর আরও উন্নয়ন,

৮) নবগঠিত পরিকল্পনা এলাকায় পরিকাঠামোগত উন্নয়ন যেমন, মোহাবানি, গজলডোবা এবং বীরসিংহ,

৯) সমস্ত পৌর এলাকাগুলির জন্য জলের ভারসাম্য পরিকল্পনা তৈরি করা এবং সেই অনুযায়ী জল সরবরাহ প্রকল্পগুলির আরও সম্প্রসারিত করার জন্য পরিকল্পনা করা,

১০) বৃষ্টির জল সংগ্রহের সুবিধার্থে পৌর এলাকাগুলির মধ্যে বিদ্যমান জলাশয়গুলির পুনর্জীবীকরণ,

১১) অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের ক্ষেত্রে পৌর এলাকার জল নিষ্কাশনের জন্য জরুরি ব্যবস্থার উদ্যোগ,

১২) সমাজের দরিদ্র অংশের মানুষদের পুষ্টিকর খাবার সরবরাহের জন্য মা ক্যান্টিনের প্রসার,

১৩) 'পাড়ায় সমাধান'-এর বিভিন্ন পর্যায়ে প্রাপ্ত অনুমোদনযোগ্য স্কিমগুলির বাস্তবায়ন

১৪) পৌর এলাকাগুলির স্তরে প্রতিরোধমূলক, নিরাময়মূলক এবং জনস্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর আরও শক্তিশালীকরণ,

১৫) ভেক্টর বাহিত রোগ প্রতিরোধের জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা

১৬) কোচবিহার এবং নবদ্বীপ পৌরসভায় ঐতিহ্য উন্নয়ন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন,

১৭) বাকি থাকা পৌর এলাকার জন্য জল সরবরাহ প্রকল্প

১৮) প্রস্তাবিত নতুন নগরী এই দপ্তরের ব্যারাকপুর - কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে, কল্যাণী নদীয়ার পাশে ৫৪ একর (আনুমানিক) এলাকা জুড়ে একটি স্মার্ট টাউনশিপ-'সমৃদ্ধি থিম টাউনশিপ' তৈরির কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। নতুন টাউনশিপ মৌলিক নাগরিক পরিকাঠামো সুবিধার জন্য ২৫% জমি প্রদান করবে, যার মধ্যে রয়েছে থিম কার্যকলাপের এলাকা, যেমন জ্ঞান ও গবেষণা ভিত্তিক কার্যক্রম (নেট প্রকল্প এলাকার ২৫%) সাথে অন্যান্য, বিনোদনমূলক, প্রাতিষ্ঠানিক এবং বাণিজ্যিক। ব্যবহারসমূহ; মৌলিক শহুরে অবকাঠামো সুবিধার জন্য ৩০% জমি; নগর বনায়ন এবং সংগঠিত খোলা জায়গার জন্য জমির ২০% এবং টাউনশিপ নিয়ম ও প্রবিধান অনুসরণ করে নতুন আবাসিক প্লটের জন্য অবশিষ্ট জমি।

১৯) নাগরিক কেন্দ্রিক ই-পরিষেবাগুলির আরও সম্প্রসারণ,

২০) সেক্টর-৬ ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাউনশিপ কর্তৃপক্ষের মধ্যে রাস্তা নেটওয়ার্ক, জল সরবরাহ নেটওয়ার্ক এবং আধুনিক রাস্তার আলোক ব্যবস্থার উন্নয়ন

**পৌর এলাকায় পরিকাঠামো-সম্পদ সৃষ্টির আরও কিছু প্রকল্প :**

**পাড়ায় সমাধান**

জনসাধারণের দাবি ও অভিযোগের দ্রুত সমাধানের জন্য রাজ্য সরকার পর্যায় সমাধান কর্মসূচি চালু করেছে। দুটি পর্যায়ের কাজ ইতিমধ্যেই শেষের পথে। তৃতীয় পর্যায়ের প্রাপ্ত প্রকল্পগুলির বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া শুরু হতে চলেছে।

**''মা'' প্রকল্প**

১৫ ফ্রেব্রুয়ারি ২০২১ থেকে রাজ্য সরকার রাজ্যের দরিদ্র ও অভাবী নাগরিককে রান্না করা পুষ্টিগুণ সম্পন্ন খাবার ৫ টাকার বিনিময়ে সরবরাহের জন্য ''মা'' নামে একটি প্রকল্প চালু করেছে। প্রতি মিল-এ রাজ্য সরকারের ১০ টাকা ভর্তুকি থাকবে। শহর অঞ্চলে রাজ্য সরকার নগরোন্নয়ন ও পৌর বিষয়ক বিভাগকে মুখ্য দপ্তর হিসাবে, সুডাকে মুখ্য এজেন্সি হিসাবে এবং সংশ্লিষ্ট পৌরসভাগুলিকে বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসাবে নিয়োগ করেছে। স্থানীয় নগর সংস্থাগুলি স্ব-সহায়ক দলের সদস্যদের খাদ্য প্রস্তুতকারী এবং সহায়ক হিসাবে নিযুক্ত করেছে। এখনও অবধি ১২৬টি স্থানীয় নগর সংস্থায় ২৫১ টি ক্যান্টিন (কলকাতা পৌর সংস্থার ১০৩ টি ক্যান্টিনসহ) দরিদ্রদের রান্না করা খাবার সরবরাহ করছে। বাকি পৌরসভাগুলিতেও এটি শুরু করার লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

**অটল মিশন ফর রেজুভেনাশন এন্ড আরবান ট্রান্সফরমেশন (অম্রুত)**

পশ্চিমবঙ্গের ৫৫ টি শহরে ৪২ টি জল সরবরাহ প্রকল্প এবং এর মধ্যে ১৮ টি জল সরবরাহ প্রকল্পের জন্য ব্যয় হয়েছে ১৩০৪.৪৭ কোটি টাকা। বাঁকুড়া পৌরসভা, আসানসোল পৌর নিগম, কলকাতা পৌরনিগম, হাওড়া পৌরনিগম, বিধাননগর পৌরনিগম, কৃষ্ণনগর পৌরসভা, উলুবেড়িয়া পৌরসভা, উত্তরপাড়া-কোতরং পৌরসভা, কাঁচরাপাড়া পৌরসভা, শ্রীরামপুর পৌরসভা, বাঁশবেড়িয়া পৌরসভা, হুগলি-চুচুড়া পৌরসভা, বৈদ্যবাটি পৌরসভা এবং বরাহনগর পৌরসভার কাজ ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

৩টি নিকাশী ও সেপ্টেজ ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প এবং এরমধ্যে ১ টি ১৫ কোটি টাকার সেপ্টেজ ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প দক্ষিণ দমদম পৌরসভায় ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। ৭টি নিকাশী প্রকল্পের মধ্যে ৬০ কোটি টাকার ১টি নিকাশী প্রকল্প হালিশহর পৌরসভায় ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে এবং উলুবেড়িয়া পৌরসভা ও উত্তরপাড়া-কোতরঙ পৌরসভায় ইতিমধ্যে ৫ কোটি টাকার ২ টি নন-মোটরাইজড নগর পরিবহন প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে।

এই কর্মসূচির আওতায় ৪২২ টি সবুজ অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং এর মধ্যে ৩৮৩ টি সবুজ অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প সম্পন্ন হয়েছে যার জন্য খরচ হয়েছে ৭৮.৩৭ কোটি টাকা।

পরবর্তী ৩ বছরে অর্থাৎ ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭ এবং ২০১৭-১৮ আর্থিক বর্ষে ১৯২৯.৩২ কোটি টাকার কেন্দ্রীয় সহায়তা সহ সর্বমোট ৪০৩৫.০০ কোটি টাকা অনুমোদিত হয়েছিল। এ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সহায়তা হিসাবে ১৪৭০.৭৮ কোটি এবং রাজ্য পরিপূরক অংশ হিসাবে ১৪৫৪.৫১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। যার মধ্যে ২২৯৫.৯৬ কোটি টাকা ইতিমধ্যে পৌর স্থানীয় সংস্থাগুলি কর্তৃক ব্যবহৃত হয়েছে।

**নির্মল বাংলা অভিযান**

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে রাজ্য সরকার নির্মল বাংলার লক্ষ্য অর্জনে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। প্রতিটি নাগরিককে পরিষ্কার, সবুজ এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করা আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। মিশন নির্মল বাংলার অধীনে, ১২৪ টি পৌর স্থানীয় সংস্থা পৃথক গৃহস্থালী ল্যাট্রিন (আইএইচএল) নির্মাণের মাধ্যমে খোলা স্থানে মলত্যাগ মুক্ত (ওডিএফ) পুর অঞ্চল হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে।

তৃতীয় পক্ষের যাচাইয়ের পরে ভারত সরকার ৯৩ টি পৌর স্থানীয় সংস্থাকে উন্মুক্ত-শৌচমুক্ত হিসাবে ঘোষণা করেছে। ২৭৩২৭৮ আইএইচএইচএল নির্মাণের মোট লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে ২৬৫৭১৫ (৯৭%) আইএইচএইচএল ইতিমধ্যে নির্মিত হয়েছে এবং পৌর স্থানীয় সংস্থা গুলির দাবিতে আরও ২২১৪ টি কমিউনিটি টয়লেট এবং ৪৯৮ টি জন শৌচালয় নির্মিত হয়েছে। ২০২২ সালের এপ্রিলের মধ্যে বাকী ৩টি পৌর স্থানীয় সংস্থা উন্মুক্ত-শৌচমুক্ত হিসাবে ঘোষিত হবে। পশ্চিমবঙ্গের ৯৩ টি ইউএলবিকে ওডিএফ প্লাস হিসাবে ঘোষণা করা যেতে পারে এবং আমরা এই অভীষ্ট মাইলফলক অর্জনে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি।

কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা মিশন নির্মল বাংলা কর্মসূচির আর একটি মূল ক্ষেত্র। কঠিন বর্জ্যের যথাযথ ব্যবস্থাপনা করা এই শতাব্দীর অন্যতম কঠিন কাজ। প্রধান লক্ষ্য পূরণের ক্ষেত্র গুলি হল :

রাজ্য সরকারের দুটি নীতি এই দপ্তর বিজ্ঞাপিত করেছে :

ক) কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং

খ) প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

১. ১২৮টি ইউএলবি ৫০ মাইক্রনের নীচে প্লাস্টিকের ক্যারি ব্যাগ নিষিদ্ধকরণের বিষয়টি জানিয়েছে।

২. পৌরসভার কঠিন বর্জ্য বাড়ি থেকে সংগ্রহ - ৯৯% লক্ষ্যমাত্রা পূরণ।

৩. পৌরসভাগুলিতে জেলাভিত্তিক কর্মসূচী নিয়মিত গ্রহণ করা হচ্ছে যাতে সুষ্ঠু এবং পৃথকভাবে বর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহন করা যায় এখনও পর্যন্ত ৩৪% লক্ষ্যমাত্রা পূরণ সম্ভব হয়েছে। নিয়মিত বাজার ও গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলি পরিষ্কার করা - ১০০% অর্জন।

৪. প্রতিদিন নদীর ঘাট পরিষ্কার করা - ১০০% অর্জন।

৫. গঙ্গা নদীতে বর্জ্য নির্গমন রোধে সমস্ত বড় ড্রেনে ১০০% বর্জ্যরোধী পর্দা লাগানো হয়েছে।

৬. ৮৫.৩৪ লক্ষ পরিবারের বিন (সবুজ ও নীল রঙের) পৌর স্থানীয় সংস্থাগুলির মাধ্যমে স্বতন্ত্র পরিবারগুলিতে সরবরাহ করা হয়।

৭. শহরের বিভিন্ন স্থানে স্থাপনের জন্য ৬০০০০ কম্যুনিটি বিন (সবুজ ও নীল রঙের) পৌর স্থানীয় সংস্থাগুলিকে সরবরাহ করা হয়েছে।

৮. বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য বিভিন্ন সরঞ্জাম এবং যানবাহন পৌর স্থানীয় সংস্থাগুলিতে সরবরাহ করা হয়েছে যেমন - ট্রাই-সাইকেল ভ্যান, ব্যাটারি এবং জ্বালানী চালিত টিপার, ডাম্পার, কমপ্যাক্টর ইত্যাদি।

৯. কঠিন বর্জ্য পরিচালনার জন্য বিশদ প্রকল্প প্রতিবেদন ১২৬টি পৌরসংস্থা প্রস্তুত করেছে। বাকি দুটিতেও এই কাজ দ্রুত শেষ করা হবে।

১০. ১১১টি স্থানীয় পৌরসংস্থায় ১২৩টি বর্জ্য অবশেষ ফেলার জমি শনাক্ত করা হয়েছে এবং তদানুযায়ী বর্জ্যের জৈব-ব্যবস্থাপনার জন্য দরপত্র গৃহীত হয়েছে এবং কাজ শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

১১. দরপত্র আহবান করা হচ্ছে, সমস্ত পৌর স্থানীয় সংস্থাগুলির (কলকাতা পৌর নিগম ব্যতীত) কাঁচা প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য, শুষ্ক বর্জ্য এবং স্যানিটারি ল্যান্ডফিল সাইটের জন্য উপাদান পুনরুদ্ধার সুবিধা (এমআরএফ) এবং ১০ বছরের ও অ্যান্ড

এম স্থাপনের জন্য এজেন্সিগুলি নিযুক্ত করা হচ্ছে। এখনও অবধি ৮৩টি দরপত্র কার্যকর হয়েছে এবং সেগুলি বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে।

১২. পৌর স্থানীয় সংস্থাগুলি বাকী অংশের জন্য ইতিমধ্যে পুরোনো বর্জ্য এবং তাজা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য দরপত্র গৃহীত হয়েছে।

১৩. সেপটিক ট্যাঙ্কগুলির ১০০% যান্ত্রিকীকরণের নিশ্চিতকরণের জন্য সেসপুল (প্রতিটি পৌর স্থানীয় সংস্থাগুলিতে অন্তত একটি) সংগ্রহ শুরু করেছে।

১৪. কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনাবিধি ২০১৬ অনুযায়ী প্রসেসিং প্ল্যান্ট এবং বৈজ্ঞানিকভাবে ডিজাইন করা স্যানিটারি ল্যান্ডফিল সাইট স্থাপনের জন্য জমি একটি প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং মাননীয় এনজিটি পর্যায়ক্রমে জারি করা নির্দেশাবলী মেনে চলতে হবে, এই পরিপ্রেক্ষিতে পৌর প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রয়োজনীয় জমি দেওয়ার লক্ষ্যে আন্তঃবিভাগীয় স্থানান্তরের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট জেলাশাসকদের প্রয়োজনীয় জমি চিহ্নিত করার অনুরোধ করা হচ্ছে।

১৫. যেহেতু আমাদের প্রায় সমস্ত পৌর স্থানীয় সংস্থাগুলিতে প্রচুর পরিমাণে নিকাশি রয়েছে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পয়ঃনিষ্কাশন জল এবং বৃষ্টির জলের নিষ্কাশনের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই প্রায়শই একে অপরের সাথে মিশে যায় এবং শহরগুলিকে দূষিত করে কারণ এই নিষ্কাশন করা জলগুলি প্রায়শই অপরিশোধিত হয় এবং এই ধরনের সমস্ত নিষ্কাশনকে বিদ্যমান এস টি পি-তে পরিশোধন করার জন্য ব্যবহারিকভাবে নিয়ে আসা সম্ভব নয়, তাই ভূ-পৃষ্ঠের পাশাপাশি ভূগর্ভস্থ জল দূষণের ঝুঁকি কমানোর জন্য আমাদের তুলনামূলকভাবে লাভজনক কিন্তু কার্যকর মল-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নীতি অন্বেষণ করতে হবে। এমনকি এর জন্য, আমাদের প্রচলিত সাধারণ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনুযায়ী এই ধরনের মল-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য উপযুক্ত জমি সংগ্রহ করতে হবে।

**বায়ুর গুণগত মান নিরীক্ষণ**

বায়ুর গুণগত মান বজায় রাখার জন্য, সমস্ত পৌর স্থানীয় সংস্থাগুলিতে বায়ুদূষণ রোধে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে :

ক) উচ্চ ধুলা উৎপাদনের জায়গাগুলির শনাক্তকরণ।

খ) রাস্তায় জল স্প্রিংক্লার/ধূলিকণা দমনকারী যন্ত্রের ব্যবহার।

গ) রাস্তা যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিষ্কার এবং রাস্তায় জল ছিটিয়ে দেওয়ার হার বৃদ্ধি করা।

ঘ) ঝাঁট দেওয়ার আগে ফুটপাথে ও রাস্তায় জল ছিটিয়ে দেওয়া।

ঙ) যানজটপূর্ণ রাস্তাগুলির জন্য ভার লাঘব করার পরিকল্পনা করা।

চ) নতুন ফুটপাথ নির্মাণ ও মেরামত করার পরিকল্পনা গ্রহণ।

ছ) রাস্তায় পাশে গাছ লাগানোর উপযুক্ত পরিকল্পনা।

জ) প্রয়োজনমতো ভ্যাকুয়ম পরিষ্কারের ব্যবহার।

ঝ) রাস্তায় পোড়ানো আবর্জনা শনাক্তকরণ।

এ জন্য একটি অনলাইন পোর্টাল তৈরি করা হয়েছে, যেখানে সমস্ত পৌর স্থানীয় সংস্থাগুলি নিয়মিত ভিত্তিতে তাদের ত্রৈমাসিক অবস্থা রিপোর্ট আপলোড করছে।

**জাতীয় নগর জীবিকা মিশন (এন ইউ এল এম) :**

কর্মসংস্থান এবং দক্ষ মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে স্থায়ী জীবিকানির্বাহের লক্ষ্যে রাজ্য নগর দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে রাজ্য নগর দারিদ্র্য বিমোচনের মূল কর্মসূচি রাজ্যে ১লা এপ্রিল, ২০১৪ থেকে কার্যকর করা হয়েছে। দরিদ্র শহুরে পরিবারের মহিলাদের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। কর্মসূচির আওতায় নগরীর দরিদ্রদের স্বনির্ভরগোষ্ঠীগুলিতে (এসএইচজি) একত্রিত করাকে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।

রাজ্যে ১২৫টি পৌরসভায় ৯ লক্ষ মহিলাকে ৭৪,০০০ এরও বেশি স্বনির্ভর গোষ্ঠী-তে সংগঠিত করা হয়েছে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলোকে আরও সংগঠিত করা হয়েছে এরিয়া লেভেল ফেডারেশন (এএলএফ) এবং সিটি লেভেল ফেডারেশন (সিএলএফ)-এর মাধ্যমে। এএলএফ-গুলি ৮০%-এরও বেশি ওয়ার্ডে গঠন করা হয়েছে এবং ২০২১-২২ অর্থবছরের মধ্যে সর্বত্র এই কাজ সম্পূর্ণ করা হবে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের শেষ নাগাদ সমস্ত পৌরসংস্থাগুলিকে একটি সিএলএফকে থাকবে।

৭৮.২০ কোটি টাকার আবর্তিত তহবিল ৬৬৭৬১ স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিতে বিতরণ করা হয়েছে, স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির মৌলিক অভিযোজন প্রশিক্ষণ এবং অ্যাকাউন্টস ট্রেনিংয়ের কাজ সম্পূর্ণ সম্পন্ন করার জন্য। ৫০,০০০ টাকা করে আবর্তিত তহবিল ২০৭২টি এএলএফকে (অর্থাৎ মোট ১০.৩৬ কোটি টাকা) প্রদান করা হয়েছে।

রাজ্য সরকার ২১.০১.২০২২ পর্যন্ত ৩৫০০০ স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে ঋণ হিসাবে ১১২৫.২৬ কোটি টাকা বিতরণ করেছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে নগদ ঋণ সংযোগের লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে ৫০৫৫ জন স্বনির্ভর সংস্থার জন্য ৭৫.৮৩ কোটি টাকা। সরকার প্রথম কিস্তি বাবদ ৫৩৬৫ স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে ৮৮.৫২ কোটি টাকা ধার দিয়েছে।

দক্ষ প্রশিক্ষণ ও প্লেসমেন্টের মাধ্যমে কর্মসংস্থান (ইএসটি এবং পি) কর্মসূচির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান কার্যকরী প্রশিক্ষণ রাজ্যে প্রবর্তন করা হয়েছে যাতে এসএলএম দ্বারা নির্ধারিত মানদণ্ড মানদণ্ডগুলি প্রশিক্ষণার্থীদের মজুরি পাওয়ার জন্য যথেষ্ট দক্ষ করে তোলার লক্ষ্যে কঠোরভাবে মেনে চলা হয়। নিশ্চিত কর্মসংস্থান বা একটি স্বকর্মসংস্থান জন্য ৮৯টি পৌরসংস্থা রাজ্য নগর জীবিকা নির্বাহ মিশনের সহায়তায় দক্ষ প্রশিক্ষণ অংশীদারদের মাধ্যমে বিভিন্ন খাতে ৯৮৮৭ জন প্রার্থীর ১৫৬ ব্যাচের প্রশিক্ষণ নিয়েছে। মহামারী পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য, আমাদের বিভাগ চিহ্নিত সেক্টরে অনলাইন দক্ষতা বিকাশের প্রশিক্ষণ এবং স্বাস্থ্য সেবাখাতের বিভিন্ন কোর্সে প্রশিক্ষিত বেকারদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে।

ভারতের মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট দ্বারা তদারক করা, শহরের গৃহহীনদের জন্য আশ্রয়ের ব্যবস্থা (এসইউএইচ) করা ও এই কর্মসূচির আওতাধীন একটি কার্যক্রম। এর সাথে মোকাবিলা করার চ্যালেঞ্জ রয়েছে তবে আমরা অবস্থা থেকে মুক্ত হতে চলেছি এবং এখানে ৩৬টি কার্যকরী আশ্রয়কেন্দ্র রয়েছে, ৪০টি আরও নির্মাণাধীন ও দরপত্র প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

## কোভিড-১৯ অতিমারি পরিস্থিতিতে গৃহীত উদ্যোগসমূহ

৯৫টি পৌর স্থানীয় সংস্থা জুড়ে দশ হাজারেরও বেশি (দশ হাজার পাঁচশ) স্বনির্ভরগোষ্ঠীগুলির সদস্যরা মুখোশ তৈরিতে জড়িত ছিলেন। এঁদের দ্বারা মোট ২৬,১৯,৭০৮ মুখোশ উৎপাদিত হয়।

১০২টি পৌর স্থানীয় সংস্থা জুড়ে ১৫০০ এরও বেশি (এক হাজার পাঁচশত) নির্ভরগোষ্ঠীগুলির সদস্য সক্রিয়ভাবে গৃহজাত হ্যান্ড স্যানিটাইজার উৎপাদনে জড়িত ছিলেন। আজ অবধি মোট ৩৪৪৯৭০০ বোতল (১০০ মিলি) স্যানিটাইজার উৎপাদিত হয়েছে।

১৯৬ (একশত ছিয়ানব্বই) জন ৪২টি ইউএলবি থেকে নির্ভরগোষ্ঠীগুলির সদস্যরা এ্যাপ্রন তৈরি এবং বিতরণে জড়িত ছিলেন।

আশ্রয়কেন্দ্রের সমস্ত বাসিন্দাকে বিনামূল্যে খাবার, মুখোশ, সাবান, হ্যান্ডওয়াশ এবং স্যানিটাইজার ইত্যাদি সরবরাহ করা হয়েছিল। বাসিন্দাদের সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা নিশ্চিত করা হয়।

লকডাউন চলাকালীন ১৫২৩টি ফেডারেশন স্থানীয় বাসিন্দাদের খাদ্যশস্য, শাকসব্জিসহ প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহে সহায়তার হাত বাড়িয়েছে। ১০৪৩৬২ পরিবারের মধ্যে বিতরণ করা হয় মোট ৫২৮৩৯৪ ফুডপ্যাকেট।

স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি পৃথক পৃথক কেন্দ্রগুলিতে খাদ্য সরবরাহের জন্য নিযুক্ত ছিল।

কোভিড বিষয়ক সাবধানতা, লকডাউনবিধি, স্বনির্ভর সংস্থাগুলি দ্বারা খাবার ও ওষুধের বাড়িতে সরবরাহের বিষয়ে সচেতনতা জারি করা হয়।

ফিল্ড সার্ভেয়ার এবং সুপারভাইজার হিসাবে বাড়ি বাড়ি তথ্যগ্রহণ, ভেক্টরজনিত রোগ (ভিবিডি) নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে এসএইচজি সদস্যরা সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত রয়েছেন।

**স্বনির্ভর গোষ্ঠীর বিপণন প্রসারের বিশেষ উদ্যোগ**

মহামারীজনিত কারণে ক্ষয়ক্ষতিতে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে বহাল রাখার জন্য অ্যাক্রোপলিস মলে এসএইচজি পণ্যগুলির জন্য প্রদর্শনীসহ বিক্রয় পাঁচদিনের জন্য আয়োজিত হয়। চারটি (চার) জেলার ৬০টি এসএইচজি-র পণ্য প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছে। রাজ্য জুড়ে ৫০টি ইউএলবিতে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি দ্বারা প্রস্তুত পণ্যগুলির অনুরূপ প্রদর্শনী হয়েছে। চন্দন নগর কর্পোরেশন সাফল্যের সাথে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি নির্মিত পণ্যগুলির মোবাইল কিয়স্কের মাধ্যমে বিক্রির আয়োজন করেছে।

**রাজ্য স্বয়ংসিদ্ধা মেলা**—২০২১ সল্টলেকের সেন্ট্রাল পার্কে অর্থবছর ২০২০-২১ এ পশ্চিমবঙ্গ সরকার দ্বারা আয়োজিত হয়েছিল। এই মেলার সজ্জিত ছিল ৩৫৭টি স্টল এবং ১১০০ স্বনির্ভর গোষ্ঠী জড়িত ছিল। প্রায় ১০,০০০ মহিলা সদস্য এবং তাদের পরিবার এই মেলায় যুক্ত ছিলেন। এই মেলায় ২ কোটি টাকার বেশী মূল্য সামগ্রী বিক্রয় হয়।

সমস্ত জেলায় অনুরূপ মেলার আয়োজন করা হয়েছে যা ব্যাপক অংশগ্রহণের সাথে সাধারণ নাগরিকদের কাছ থেকে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছে। প্রায় ৩০০০০ মহিলা সদস্য এবং তাদের পরিবার এই মেলায় সহায়তা করেছে। এই মেলার বিক্রয় মূল্য ৬.২ কোটি টাকার উপরে।

**বাংলা আবাস যোজনা**

২০১৫-১৬ সালে চালু হয়েছিল। শহরের দরিদ্রদের জন্য আবাসন এখন পর্যন্ত ১.৬৭ লক্ষ আবাসন ইউনিট (ডিইউ) সম্পন্ন হয়েছে এবং ২০২২ অর্থবছরের শেষের দিকে আরও ১ লক্ষ আবাসগৃহ সম্পন্ন করার পরিকল্পনা রয়েছে। বিদ্যুতায়ন সহ আবাসগৃহ এর ব্যয় ৩.৬৮ লক্ষ টাকা রাখা হয়েছে। ৫ লক্ষেরও কম জনসংখ্যার পৌর স্থানীয় সংস্থাগুলির জন্য উপকারভোগীদের অবদান ২৫ হাজার টাকা এবং ৫ লক্ষেরও বেশি জনসংখ্যার ইউএলবিগুলির জন্য ৩৫ হাজার টাকা রাখা হয়েছে। অন্যান্য অনেক কর্মসূচির মতো, রাজ্যের অবদান (৫৩%) কেন্দ্রীয় অবদানের তুলনায় (৪১%) বেশি এবং বাকি অংশটি উপকারভোগীরা বহন করে। পশ্চিমবঙ্গ সম্ভবত দেশের একমাত্র রাজ্য যেখানে এই কর্মসূচির জন্য কেন্দ্রীয় ভাগের চেয়ে রাজ্যের অবদান বেশি। রাজ্য সরকার এবং পৌর স্থানীয় সংস্থা সমান অবদানের সাথে পারিপার্শ্বিক কাঠামো উন্নয়ন ও এই কর্মসূচির একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

সুবিধাভোগী নেতৃত্বাধীন নির্মাণ, সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন প্রকল্প, ইনসিটু স্ল্যাম রিহ্যাবিলিটেশন অ্যান্ড ক্রেডিট লিংকড সাবসিডি স্কিম' নামে স্কিমগুলি কার্যকর করার জন্য চারটি উল্লম্ব রয়েছে। বেশিরভাগ আবাসগৃহ সুবিধাভোগীর নেতৃত্বাধীন নির্মাণ উল্লম্বটির অধীনে বাস্তবায়িত হচ্ছে যেখানে সুবিধাভোগীদের তাদের নিজস্ব ঘর নির্মাণের জন্য তহবিল ও কিস্তি দেওয়া হয়। এখনও অবধি ৪.৯২ লক্ষ সুবিধাভোগীরা আবাসগৃহ অনুমোদন পেয়েছেন, ২.৪৫ লক্ষ আবাস গৃহ এর মধ্যে তৈরি হয়েছে এবং হচ্ছে, যার মধ্যে ইতিমধ্যে ১.৬৭ লক্ষ আবাস গৃহ সুবিধাভোগীদের দখলে রয়েছে।

সমস্ত পৌর স্থানীয় সংস্থাতে একটি সম্পূর্ণ কার্যকরী সিটি লেভেল টেকনিক্যাল সেল রয়েছে এবং একটি রাজ্যস্তরের প্রযুক্তিগত সেল সুডাতে রয়েছে। নির্মাণের পাঁচটি বিভিন্ন পর্যায়ে রিয়েল টাইম জিওট্যাগিং হল প্রোগ্রামটি পর্যবেক্ষণ করার এবং পৌর স্থানীয় সংস্থাগুলির মাধ্যমে সুবিধাভোগীদের তহবিল দানের প্রক্রিয়া। বিভিন্ন স্তরের নির্মাণ-তথ্য সংগ্রহ এবং স্বচ্ছতা বজায় রাখতে আবাসগৃহর জিওট্যাগিংয়ের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এমআইএস অনুসারে, পশ্চিমবঙ্গ বর্তমানে জিও-ট্যাগিংয়ে দেশে শীর্ষস্থান অধিকার করেছে। পশ্চিমবঙ্গ দেশে কেবলমাত্র রাজ্য যেখানে জিও-ট্যাগিং এবং ফটোগ্রাফের মাধ্যমে প্রাপ্ত অগ্রগতির ভিত্তিতে শীঘ্রই অর্থ প্রদান করা হয়।

**বাংলার বাড়ি**

জমির প্রাপ্যতার সীমবদ্ধতা বিবেচনা করে রাজ্যসরকার বহুতলভবন নির্মাণের সাথে একটি ক্লাস্টার পদ্ধতির মাধ্যমে শহরের দরিদ্রদের আবাসগৃহ নির্মাণ করার লক্ষ্যে একটি নতুন প্রকল্প বাংলার বাড়ি নামে বিজ্ঞপ্তি করেছিল। এই প্রকল্পে জি+৩ এর বহুতল ফ্ল্যাট ন্যূনতম ২৮৫ বর্গফুট কার্পেট এলাকা এবং ৩৫০ বর্গফুট নির্মিত এলাকাসহ নির্মিত হয়েছে।

এই দপ্তর হল এই প্রকল্পের মুখ্য দপ্তর এবং সুডা এই প্রকল্পের জন্য রাজ্য পর্যায়ের মুখ্য এজেন্সি হিসাবে কাজ করে। বিদ্যমান পৌরসভা বিল্ডিং বিধি অনুসারে ভবনগুলি বর্তমান পিডব্লুডি শিডিউল অনুযায়ী ৬.২৫ লক্ষ টাকার ইউনিট ব্যয় অনুসারে ডিজাইন করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ৩৩২২ জন উপভোক্তার জন্য গৃহ নির্মাণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

**স্বাস্থ্য উন্নয়ন প্রকল্প—**

শহরের দরিদ্র ও দুর্বল জনগোষ্ঠীর প্রতিরোধমূলক ও নিরাময়মূলক প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহের লক্ষ্যে আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস (ইউ পি এইচ সি এস) এবং কমিউনিটিভিত্তিক প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবা এবং সম্মানিত স্বাস্থ্য কর্মী যোজনা (সি বি এইচ সি এস এবং এইচ এইচ ডাব্লু) দুটি কর্মসূচী কার্যকর করেছে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন পৌর স্থানীয় সংস্থাগুলি। প্রধান পরিষেবাগুলির মধ্যে রয়েছে টিকা এবং পরিবার পরিকল্পনা, সংক্রামক এবং অ-সংক্রামক রোগগুলির রোগ প্রতিরোধ, রোগনির্ণয় এবং পরিচালনা, স্বাস্থ্যবিধি এবং পুষ্টিপ্রদান ইত্যাদি সহ প্রজনন ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা এই কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত।

এই দপ্তরের অর্থানুকূল্যে নগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবা বর্তমানে ৫০টি পৌর স্থানীয় সংস্থাগুলিতে বাস্তবায়িত হচ্ছে, বিভিন্ন সাব সেন্টার, স্বাস্থ্য প্রশাসনিক ইউনিট, প্রসারিত বিশেষায়িত রোগী বিভাগ, মাতৃত্ব বিভাগের মাধ্যমে ৬৮ লক্ষ (প্রায়) জনসংখ্যার আওতাধীন নারী ও শিশুদের উপর বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হচ্ছে আঞ্চলিক ডায়াগনস্টিক কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে।

বাইরের সহায়তা বন্ধের পরে এই প্রকল্পের আওতায় তৈরি স্বাস্থ্য সুবিধাগুলির পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রাজ্য সরকার এই বিভাগে ইউপিএইচসিএসের জন্য বাজেটের অনুদান দিচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবর্ষে রাজ্য সরকার এই কর্মসূচীতে কর্মীদের সাম্মানিক/বেতন প্রদান, ওষুধ সংগ্রহ, উপকেন্দ্রের ভাড়া এবং ৬০ বছর বয়স পূর্ণ হলে স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রত্যেককে ৩ লক্ষ টাকা মেয়াদ শেষের এককালীন ভাতা দেওয়া হচ্ছে। এ বাবদ ৭৩.৭৭ কোটি টাকা প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে এই প্রকল্পের আওতায় ৫৮.৯৪ কোটি টাকা ব্যবহার করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে এই প্রকল্পে ১২৪.৪২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

সুডার মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের অর্থসাহায্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবা এবং সাম্মানিক স্বাস্থ্যকর্মী প্রকল্প বর্তমানে ৭১টি পৌর স্থানীয় সংস্থায় প্রয়োগ করা হচ্ছে। এই প্রোগ্রামের অধীনে ক্লিনিকাল পরিষেবা সরবরাহের জন্য পরিচালিত ৩১৫ সাব-সেন্টারগুলিতে এটি মোট নগর জনসংখ্যার ৩৪.০৩ লক্ষ উপভোক্তাকে পরিষেবা দেয়। ২০২১-২০২২ অর্থবর্ষ চলাকালীন দপ্তর থেকে ২২.৫৮ কোটি টাকা প্রাপ্ত হয়েছে এবং প্রকল্পের আওতায় ১৯.৬১ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে এই প্রকল্পে ৩০.২৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

এর পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ ২০২১-২২, ২০২২-২৩ এবং ২০২৩ আর্থিক বছরে রাজ্যের ১২৫টি পৌর স্থানীয় সংস্থা (কলকাতা সহ) প্রায় ১১৬৯টি শহুরে - স্বাস্থ্য ও সুস্থতা কেন্দ্র (U-H&WCs) স্থাপনের অনুমোদন দিয়েছে। ২৪ এবং ১৫তম অর্থ কমিশন স্বাস্থ্য অনুদানের অধীনে ২০২১-২২ আর্থিক বছরে রাজ্যে ৭৬টি পলিক্লিনিক এবং ১০২টি ডায়াগনস্টিক সেন্টার স্থাপনের জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

ভেক্টরজনিত রোগের প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ

বিশেষ করে ডেঙ্গু এবং অন্যান্য ভেক্টরজনিত রোগের প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ জোরদার করার জন্য বাড়ি বাড়ি ভেক্টর কন্ট্রোল টিমগুলি সারাবছর ধরে পাক্ষিক ভিত্তিতে কাজ করে।

এ ব্যাপারে নিম্নলিখিত কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে :

নিবিড় পরিষ্কারের মাধ্যমে উৎসহ্রাসের জন্য পালস মোড ক্যাম্পেইন ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত পরিচালিত হয়েছে। ২০২১ সালের মে থেকে নভেম্বর পর্যন্ত স্বাস্থ্যকর্মীর দ্বারা ঘরে ঘরে পর্যবেক্ষণ ১৪ রাউন্ডে পরিচালিত হচ্ছে এবং সমস্ত উৎসের জায়গাগুলি চিহ্নিত এবং বন্ধ করার জন্য ভেক্টর নিয়ন্ত্রণ দলগুলি ২৮ রাউন্ডে পথে নেমে কাজ করছে।

২০২১ সালে পৌর স্থানীয় সংস্থাগুলিকে ৯৯৮২৫ কেজি বিটিআই এবিআইএল, ১০৪৮৫৯ কেজি বায়ো-লার্ভিসাইড এবং ৭৪৯১২ লিটার টেমফোস পশ্চিমবঙ্গ মেডিকেল সার্ভিসেস কর্পোরেশনের মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়েছিল। যার জন্য ব্যয় হয়েছিল ৩৩.১১ কোটি টাকা। এই বছর রাজ্য এইএলবিগুলিকে মৎস্য বিভাগ ২ কোটি গুপ্পি মাছ সরবরাহ করেছে।

২০২১-২২ সালে এই বিভাগের থেকে এই বাবদ ১০৫.২০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে যার মধ্যে ৪৪.৯২ কোটি টাকা স্বাস্থ্য বিভাগকে দেওয়া হয়েছে।

পালস মোড ক্যাম্পেইন (১৬ রাউন্ড) ২০২২ সালের মার্চ থেকে জুন পর্যন্ত অর্থাৎ ১৪ই মার্চ ২০২২ থেকে ১লা জুলাই ২০২২ পর্যন্ত সপ্তাহে ৫দিন (সোমবার থেকে বুধবার - অঞ্চল পরিদর্শন, বৃহস্পতিবার - কাজের পর্যালোচনা এবং শুক্রবার - পরিচ্ছন্নতা অভিযান) হবে।

২০২২ সালের জুলাই থেকে ২০২২ সালের নভেম্বর মাসে সপ্তাহে ৫ (পাঁচ) দিন লার্ভিসাইড স্প্রে করা সহ বাড়ি বাড়ি সমীক্ষা কার্যক্রম এবং সংরক্ষণ কার্যকলাপ চালানো

হবে। বাড়ি বাড়ি সমীক্ষা - সোমবার থেকে শুক্রবার এবং সংরক্ষণ কার্যকলাপ - মঙ্গলবার থেকে শনিবার।

উৎস হ্রাসের ব্যাপক ভেক্টর নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম/সংরক্ষণ কার্যক্রমের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। এই বছর, ১৮ রাউন্ড (জুলাই, আগস্ট, সেপ্টেম্বর এবং নভেম্বর - ৪ রাউন্ড প্রতিটি এবং অক্টোবর - ২ রাউন্ড) ভেক্টর কন্ট্রোল কার্যক্রম এবং ১০ রাউন্ড (জুলাই থেকে নভেম্বর ২ রাউন্ড প্রতিটি) বাড়ি ঘর পরিদর্শন।

২০২২-২৩ সালে ইউএলবিগুলিকে ৪৯৯২৩ কেজি বিটিআই এবিআইএল, ৫২৪৫৮ কেজি বায়ো-লার্ভিসাইড এবং ৩৭৪৮৫ লিটার টেমফোস পশ্চিমবঙ্গ মেডিকেল সার্ভিসেস কর্পোরেশনের মাধ্যমে সরবরাহ করা হবে।

২০২২ সালে ভেক্টরজনিত রোগের প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য ২ কোটি পূর্ণাঙ্গ গুপ্পি মাছ প্রয়োজন।

২০২২-২৩ অর্থবর্ষে ভেক্টরজনিত রোগের প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রিত বাবদ ১৯৬.৫৭ কোটি টাকা (যার মধ্যে ৪৪.৯২ কোটি টাকা স্বাস্থ্য বিভাগ) বরাদ্দ করা হয়েছে।

সেচ ও জলপথ বিভাগের সাথে সমন্বয় করে খাল নিয়মিত পরিদর্শন ও পরিষ্কার করা।

ডেঙ্গু প্রতিরোধের জন্য নাগরিকদের দ্বারা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নিবিড়ভাবে আই.সি.সি প্রচার চালানো হচ্ছে।

২০২২-২৩ আর্থিক বছরে, কনজারভেন্সি টিমের উপরে নতুন সুপারভাইজরি **স্তর** প্রবর্ত: ভেক্টর কন্ট্রোল টিম / কনজারভেন্সি টিমের মাঠ পর্যায়ের কার্যকলাপ নিরীক্ষণের জন্য প্রতি ৩ (তিন) ওয়ার্ডের জন্য ১ (এক) ভিসিটি / কনজারভেন্সি সুপারভাইজার নিযুক্ত করা হবে। ৯৪৪ ভিসিটি / কনজারভেন্সি সুপারভাইজার এই উদ্দেশ্যে নিযুক্ত করা হবে।

## কোভিড-১৯ কার্যক্রম

নগর উন্নয়ন এবং পৌর বিষয়ক বিভাগও শহরাঞ্চলের সমস্ত নাগরিকদের টিকা দেওয়ার সুবিধার্থে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সাথে জড়িত রয়েছে। অক্টোবর, ২০২০ সাল থেকে সমস্ত ফ্রন্ট লাইন কর্মী এবং স্বাস্থ্য পরিচর্যা কর্মীদের জন্য বিস্তৃত **তথ্যপঞ্জী** তৈরি করার পর থেকে, নগর উন্নয়ন ও পৌর বিষয়ক **দপ্তর** সমস্ত হকার, খুচরা বিক্রেতা, সবজি বিক্রেতাদের মতো সময়ে সময়ে রাজ্য সরকার কর্তৃক বিজ্ঞপ্তি অনুসারে **নির্দিষ্ট** সুবিধাভোগীদের একত্রিত করছে। খাবার ও মাছ বিক্রেতা, সরকারি অফিসের সকল শ্রেণীর কর্মচারী, সরকারের প্যারাস্ট্যাটাল, ব্যাঙ্ক কর্মী, পরিবহন কর্মী, যৌনকর্মী ইত্যাদি। টিকাদান কেন্দ্রের মধ্যে রয়েছে সরকারি **কেন্দ্র**, পৌর স্থানীয় সংস্থা দ্বারা পরিচালিত কেন্দ্র এবং বেসরকারি **কেন্দ্র**। কলকাতার সমস্ত প্রস্তাবিত জায়গাগুলি সুডার মেডিকেল অফিসাররা আগে থেকে পরিদর্শন করেছেন, চিহ্নিত মানব সম্পদ প্রশিক্ষিত এবং তারপরে অনসাইট পর্যবেক্ষণ করা হয়। এখন পর্যন্ত **পৌর জনসংখ্যার সাপেক্ষে** ১১৩.৮৩% (১৮+ জনসংখ্যার উপরে প্রথম ডোজ), ৯৪.৮৫% (১৮+ জনসংখ্যার উপরে দ্বিতীয় ডোজ), ৭৫.৫২% (১ম ডোজ ১৫-১৭ বছর। জনসংখ্যা) এবং ৪৩.৩৮% (২য় ডোজ ১৫-১৭ বছরের জনসংখ্যা) **মানুষকে টিকাকরণের আওতায় আনা হয়েছে।**

## জয় বাংলা যোজনা

সামাজিক সহায়তার কর্মসূচিগুলি একক ছাতার আওতায় আনা হয়েছে, জয় বাংলা প্রকল্পের মাধ্যমে। এই প্রকল্পে উপকৃতের সংখ্যা প্রায় ৫৭৮৭২৮। ২০২০ সালের জুন মাস থেকে সরকারি বেনিফিট ট্রান্সফার (ডিবিটি) মোডের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট উপকারভোগীদের নিজ নিজ ব্যাংক অ্যাকাউন্টে বিতরণ অফিশিয়াল সহায়তা প্রদান করা হয়। পেনশনের পরিমাণ ২০২২ সালের মার্চ মাসে অগ্রিম অনুদান হিসাবে বিতরণ করা হয়েছে।

## নাগরিকদের অগ্রগতির জন্য আরও কিছু উদ্যোগ

**১) বর্জ্য ব্যবস্থাপনা :** শহর এলাকায় কঠিন এবং তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য বিশাল উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এখন পর্যন্ত SWM-এর ২৮টি বড় প্রকল্প খরচ ২০১ কোটি টাকা এবং তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উনিশটি বড় প্রকল্প যার প্রকল্প ব্যয় ২৯ পৌর এলাকার ২৬

লক্ষ মানুষের জন্য ২৬৩০ কোটি টাকা। এছাড়াও কাজ চলছে। (ক) গয়েশপুর, কল্যাণী, ভাটপাড়া, হালিসহর, ব্যারাকপুরে পয়ঃনিষ্কাশন নেটওয়ার্ক এবং এসটিপি প্রকল্প (৬ নম্বর)। (খ) কাঁচরাপাড়া, ব্যারাকপুর, টলি'স নল্লা (আদি গঙ্গা), হাওড়া, বালি, কামারহাটি-বরানগর, নবদ্বীপ, বেরহামপুর, জঙ্গিপুর, মহেশতলা এবং কলকাতায় এসটিপি প্রকল্প (১১ নম্বর) সহ সম্প্রসারণ নেটওয়ার্ক। (গ) চন্দনগর - বাঁশবেড়িয়া - উত্তরপাড়া - কোটরুং - বৈদ্যবাটি - ভদ্রেশ্বর - শ্রীরামপুর - চাঁপদানিতে এসটিপি প্রকল্পের সাথে সম্প্রসারণ নেটওয়ার্ক (গ) সম্প্রসারণ নেটওয়ার্ক নৈহাটি-গারুলিয়া-টিটাগড়-পানিহাটি-খড়দহ পৌরসভায় এসটিপি প্রকল্পের সাথে।

পাঁচটি পৌর এলাকার পাঁচ লাখ পঞ্চাশ হাজার মানুষের জন্য আরও পাঁচটি তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের অনুমোদন শীঘ্রই এনএমসিজি-এর অধীনে জারি করা হবে। (ক) বর্ধমানে এসটিপি প্রকল্পের সাথে সম্প্রসারণ নেটওয়ার্ক, যার প্রকল্প খরচ ২৩৪.৩১ কোটি। (খ) দুর্গাপুরে এসটিপি প্রকল্পের সাথে সম্প্রসারণ নেটওয়ার্ক, যার প্রকল্প খরচ ২৮৭.৫৩ কোটি। (গ) আসানসোল ও কুলটিতে এসটিপি প্রকল্প সহ সম্প্রসারণ নেটওয়ার্ক, যার প্রকল্প ব্যয় ৩৮৪.৯৬ কোটি টাকা। (ঘ) নর্থ ব্যারাকপুরে এসটিপি প্রকল্পের সাথে সম্প্রসারণ নেটওয়ার্ক, যার প্রকল্প খরচ ২১৪.৭৮ কোটি। (ঙ) হুগলি-চিনসুরাতে এসটিপি প্রকল্প সহ সম্প্রসারণ নেটওয়ার্ক, যার প্রকল্প ব্যয় ১৫৪.৭৩ কোটি।

২. **জল সবরাবহ প্রকল্প :** এই বিভাগটি শহরাঞ্চলে জল সরবরাহ প্রকল্পগুলির জন্য উদ্যোগ নিয়েছে। এখনও অবধি জল সরবরাহের নয়টি বড় প্রকল্প, যার প্রকল্প ব্যয় ত্রিশটি পৌর এলাকার মানুষের জন্য ২৭৩০ কোটি টাকা। (ক) বিশেষ পরিকাঠামো তহবিলের অধীনে উত্তরপাড়া ট্রান্স-মিউনিসিপাল জল সরবরাহ প্রকল্প। এই জল সরবরাহ প্রকল্পটি ৭টি পৌরসভা যেমন উত্তরপাড়া, কোন্নগর, রিষড়া, ডানকুনি, শ্রীরামপুরকে পরিশোধিত পৃষ্ঠ জল সরবরাহ করবে। বৈদ্যবাটি ও চাঁপদানি এবং ৬টি সন্নিহিত গ্রামীণ এলাকা যেমন রিষড়া, রাজ্যধরপুর, পিয়ারাপুর, নবগ্রাম, কানাইপুর এবং রঘুনাথপুর পঞ্চায়েতকে পরিশোধিত পৃষ্ঠ জল সরবরাহ করবে। এই প্রকল্পের দ্বারা উপকৃত হবে এমন মোট জনসংখ্যা হল ১৩৮৮৫৭৪ (খ) রাজ্য তহবিলের অধীনে দক্ষিণ দমদম জল সরবরাহ প্রকল্প। মোট জনসংখ্যা এই প্রকল্পের দ্বারা উপকৃত হবেন ৪৫৪৫৫০ (গ) রাজ্য তহবিলের অধীনে মধ্যমগ্রাম জল সরবরাহ প্রকল্প। এই প্রকল্পের দ্বারা উপকৃত হবে এমন মোট জনসংখ্যা হল

১৫৫২৯০ (ঘ) রাজ্য তহবিলের অধীনে পানিহাটি জল সরবরাহ প্রকল্প। এই প্রকল্পের দ্বারা উপকৃত মোট জনসংখ্যা হল ১৭৩০৭৬ (ঙ) রাজ্য তহবিলের অধীনে মহেশতলা ট্রান্স-মিউনিসিপ্যাল জল সরবরাহ প্রকল্প। মহেশতলা, বজবজ এবং পুজালি পৌরসভার মোট ৭৭৬৫০০ জন এই প্রকল্পের দ্বারা উপকৃত হবে এমন মোট জনসংখ্যা হল ৭৬০১৫০ জন।

শীঘ্রই আরও চারটি প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হবে। (ক) বিধাননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মধ্যে ২৮, ৩৫ এবং ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের জন্য পৃষ্ঠ জল সরবরাহ প্রকল্প, যার প্রকল্প খরচ ৫৫.৮৬ কোটি। (খ) উত্তর দমদম পৌরসভার জল সরবরাহ প্রকল্পের পরিবর্ধন, যার প্রকল্প খরচ ১৫৬.২৭ কোটি। (গ) নৈহাটি পৌরসভার জল সরবরাহ প্রকল্পের বৃদ্ধি ৬১.৪৩ কোটি।

**৩. বৃষ্টির জল নিকাশি প্রকল্প :** বিভিন্ন পৌর এলাকায় বৃষ্টির জল নিষ্কাশন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত ড্রেনেজ-এর আটটি বড় প্রকল্প, যার প্রকল্প খরচ ৩৫১ কোটি টাকা অর্থাৎ, নৈহাটি পৌরসভার জন্য স্টর্ম ওয়াটার ড্রেনেজ প্রকল্প, যার প্রকল্প খরচ ৮১.৬৮ কোটি, স্টর্ম ওয়াটার ড্রেনেজ প্রকল্প ব্যারাকপুর পৌরসভার প্রকল্পের খরচ ৩৭.৭৬ কোটি, ব্যারাকপুর-২ ব্লকের মধ্যে উত্তর ২৪ পরগনার অধীনে সোদপুর মধ্যমগ্রাম রোড বরাবর বৃষ্টির জলের ড্রেন, যার প্রকল্প খরচ ৩৩.৮৮ কোটি টাকা, বৃষ্টির জল নিষ্কাশন প্রকল্প মধ্যমগ্রাম পৌরসভা ২৫ কোটি, ড্রেনেজ প্রকল্প হালিশহর পৌরসভা (পর্যায়-২) এর প্রকল্প ব্যয় ৬৪.৮৪ কোটি, স্টর্ম ওয়াটার ড্রেনেজ প্রকল্প ভাটপাড়া পৌরসভা, যার প্রকল্প ব্যয় ৭৫ কোটি, দুর্গাপুর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন স্টর্ম ওয়াটার ড্রেনেজ প্রকল্পের খরচ ২৭.৪৫ কোটি টাকা।

শীঘ্রই আরও চারটি প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হবে। (১) ব্যারাকপুর সাব ডিভিশন এবং বিধান নগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গের GIS ভিত্তিক ড্রেনেজ মাস্টার প্ল্যান এবং পরিকল্পনা-এর প্রস্তুতি ও বাস্তবায়ন। (২) নবদিগন্ত শিল্পনগরীর আধুনিক বৃষ্টির জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা। (৩) ভৌগোলিক তথ্য ব্যবস্থা (GIS) ভিত্তিক ব্যাপক ড্রেনেজ মাস্টার প্ল্যান এবং নবদ্বীপ পরিকল্পনা এলাকা, জেলা - নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গের জন্য বিশদ প্রকল্প প্রতিবেদনের প্রস্তুতি। (৪) মহেশতলা পৌরসভার অধীনে ১৬ বিঘা এলাকায় বৃষ্টির জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং ড্রেনেজ পাম্পিং স্টেশন নির্মাণ।

৪. **রাস্তা ও সেতু প্রকল্প :**

(ক) দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কামালগাজী ফ্লাইওভার প্রান্ত থেকে বারুইপুর/ পদ্মপুকুর মোড় (পূর্ব ও পশ্চিম উভয় দিকে) পর্যন্ত দক্ষিণ বাই-পাস রোডের শক্তিশালীকরণের কাজ। ৭৮ কোটি টাকা রাজ্য তহবিলের অধীনে চলছে।

(খ) তিনটি স্থানে ৩টি প্রধান RCC সেতু নির্মাণ। মেট্রোপলিটন (Ch. KM. ৫+২৮২), লস্করহাট (Ch. KM. ৯+১৫০) এবং কালিকাপুরে (Ch. KM. ১১.০৫০) ইএম বাইপাস, কলকাতায় প্রকল্পের খরচ রাষ্ট্রীয় তহবিলের অধীনে চলছে ৫২ কোটি টাকা।

(গ) সিঁড়ি এবং র‍্যাম্প সহ ফুট ওভার ব্রিজ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ; বিধাননগরের পশ্চিম থেকে পূর্বে চাউলপট্টি রোড থেকে জলবায়ু বিহার পর্যন্ত এসকেলেটর সুবিধা, পূর্ব ড্রেনেজ খাল সংলগ্ন প্রধান শাখা পর্যন্ত প্রসারিত, যার প্রকল্প ব্যয় ১০.৩৩ কোটি টাকা।

আরও সাতটি প্রকল্পের অনুমোদন শীঘ্রই জারি করা হবে (ক) রুবি ক্রসিং-এ স্কাইওয়াক, বহুমুখী পথসহ একটি অস্থায়ী প্রকল্পের ব্যয় ৮৩ কোটি (খ) রুবি-কালিকাপুর ফ্লাইওভার ইএম বাইপাস বরাবর একটি প্রকল্প ব্যয় : ৬৫০ কোটি (গ) ইএম বাইপাস থেকে নিউটাউন পর্যন্ত এলিভেটেড করিডোর খরচ : ৬০০ কোটি (ঘ) ক্ষয়প্রাপ্ত ইস্পাত কাঠামো (টেন্ডারিং প্রক্রিয়ার অধীনে) ভেঙে ফেলার পরে দুর্দশাগ্রস্ত চেতলা লক গেট সেতুর পুনর্নির্মাণে একটি প্রকল্পের ব্যয় ৫.৮১ কোটি। (ঙ) সৈয়দ আমীর আলি এভিনিউ এলিভেটেড করিডোর (গ্রেড বিভাজক র‍্যাম্প সহ মা ফ্লাইওভারের একটি সম্প্রসারণ) অস্থায়ী প্রকল্পের ব্যয় ৩৫০ কোটি। (চ) কলকাতার কালীঘাট সেতুর পুনর্নির্মাণ প্রকল্পের ব্যয় ১৮ কোটি (ছ) প্রকল্প ব্যয় সহ ১.২ কোটি টাকা।

৭. **লজিস্টিক হার :** গার্ডেন রিচ-এ G+5 তলা লজিস্টিক হাব নির্মাণের জন্য ৬৭.৩ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে যার মাধ্যমে ২.৭৭ লক্ষ বাণিজ্যিক স্থান তৈরি করা হয়েছে এবং প্রায় পাঁচ হাজার কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

৮. **আমতলায় অডিটোরিয়াম হল :** আমতলায় ২৬.৫ কোটি টাকা ব্যয়ে অডিটোরিয়াম হল নির্মাণ করা হবে এবং ২.৫ লক্ষ মানুষ উপকৃত হবেন।

**পশ্চিমবঙ্গ শহর কর্মসংস্থান প্রকল্প**

''ওয়েস্ট বেঙ্গল আরবান এমপ্লয়মেন্ট স্কিম'' হল একটি ১০০% রাজ্য সহায়ক স্কিম যা মানব দিবস তৈরির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য। পৌর স্থানীয় স্তরে নাগরিক কেন্দ্রীক পরিষেবা প্রদানের জন্য এই স্কিমটি অত্যন্ত কার্যকরী হতে পারে।

২০২১-২২ আর্থিক বছরের জন্য, বাজেটের পরিমাণ ৪৫০ কোটি টাকা। রাজ্য দক্ষ, আধা-দক্ষ এবং অদক্ষ শ্রমিকদের জন্য পারিশ্রমিক হার বাড়িয়েছে যা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২১-এ ঘোষণা করেছিলেন। এই বিভাগ বর্তমান প্রয়োজনের সাথে এটিকে আরও সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য প্রকল্প নির্দেশিকাটির একটি বড় **পরিবর্তনের** প্রস্তাবও করেছে।

**উক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে** আমি **পৌর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের আর্থিক** দাবিটি **পবিত্র সদনে পেশ করছি** এবং উল্লিখিত দাবিটি **অনুমোদন** করার জন্য **সকল সম্মানিত সদস্যের** সমর্থন চাইছি।

---